সুনানুল ফিত্বরা

ঐ সমস্ত গুনাবলী যেগুলোর উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন

As-Sunnah College

সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষের জন্য এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন বিদ্যমান, যদি না তার চার পার্শ্বের সমাজ তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সহীহ হাদীসে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে:.

স্বভাব (বৈশিষ্ট্য)	হুকুম (বিধান)	সংজ্ঞা (পরিচিতি)
[1] গোঁফ খাটো করা	সুন্নাত, সম্পূর্ণরূপে মুন্ডন করা মাকরূহ	গোঁফের ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে খাটো ও হালকা করে রাখা, কমপক্ষে এতটুকু পরিমাণ কেটে ফেলা যেন ঠোঁটের কিনারা সমূহ উন্মুক্ত থাকে ।
[2] দাঁড়ি ছেড়ে দেয়া	ওয়াজিব	দাঁড়ি মুন্ডন করা হারাম, কেননা সেটা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁড়ি ছেড়ে দেয়া ও পরিপূর্ণ করা সংক্রান্ত নির্দেশের পরিপন্থী ।
[3] মেস্ওয়াক্ করা	সুন্নাতে মুআক্কাদা	দাঁত পরিষ্কার করার জন্য গাছের ডাল বা এই জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা, এটা সর্বাবস্থায় সুন্নাত, বিশেষকরে ওযুর পূর্বে, নামাজের পূর্বে, বাড়িতে ও মসজিদে প্রবেশের পূর্বে, কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে, মৃত্যুর পরে, মুখে দুর্গন্ধ হলে ।
[4] নাকে পানি দেয়া	ওযুর সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি সুন্নাত	নাকে পানি দিয়ে নাক ধৌত করা অতঃপর সেই পানি বের করে ফেলা (নাক ঝাড়া)।
[5] নখ কাটা	সুন্নাত, ৪০ দিনের বেশি রেখে দেয়া উচিৎ নয়	নখ কাটা ফিত্বরাতের অন্তর্ভুক্ত, তাছাড়া নখ না কাটলে নখের নিচে ময়লা জমা হয় ।
[6] আঙুলের গিঁট ধৌত করা	সুন্নাত	ঐ সমস্ত স্থান ধৌত করা যেখানে ময়লা জমা হয়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আঙুলের গিঁট বা গিরা ।
[7] বগলের চুল তুলে ফেলা	সুন্নাত, ৪০ দিনের বেশি রেখে দেয়া উচিৎ নয়	বগলে যে চুল জন্মায় সেগুলো দূর করা, চাই তুলে ফেলার মাধ্যমে হোক বা মুন্ডন করার মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো উপায়ে। কেননা এটা দূর করার দ্বারা বগল পরিস্কার হয় এবং বগলের দুর্গন্ধ দূর হয় ।
[8] নাভির নিচের চুল মুন্ডন করা বা ক্ষুর ব্যবহার করা	সুন্নাত, ৪০ দিনের বেশি রেখে দেয়া উচিৎ নয়	লজ্জাস্থানের আশপাশে যে চুল জন্মায়। মুন্ডন ছাড়াও কৃত্রিম পরিষ্কারক ব্যবহার করেও দূর করা যায়।
[9] ইস্তিন্জা করা. পানি খরচ করা	এটা পেশাব-পায়খানার আদব সমূহের মধ্যে একটি	পেশাব-পায়খানার রাস্তায় ও তার আশপাশের এলাকায় পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেখান থেকে নির্গত বস্তু দূর করা।
[10] কুলি করা	ওযুর সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি	মুখের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে অতঃপর তা বের করার মাধ্যমে মুখ ধৌত করা।

আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : (দশটি জিনিস ফিত্বরাতের অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ ছোট করা, দাঁড়ি ছেড়ে দেয়া, মেসওয়াক্ করা , নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙুলের গিঁট ধৌত করা, বগলের চুল তুলে ফেলা, নাভির নিচের চুল মুন্ডন করা, পানি খরচ করা) যাকারিয়া বলেন: মুসআ'ব বলেছেন: আমি দশমটি ভুলে গেছি, তবে সেটা কুলি করাই হবে। কুতাইবা আরো বলেন: ওয়াকি' বলেছেন: পানি খরচ করার অর্থ হলো ইস্তিন্জা করা। (মুসলিম)

[11] খাৎনা করা	পুরুষের জন্য ওয়াজিব, মহিলাদের জন্য সুন্নাত (যদি প্রয়োজন হয়)।	পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে রাখা চামড়া কর্তন করা। যেন সেখানে ময়লা জমা না হয়, এবং পেশাব থেকে পরিপূর্ণ রূপে মুক্ত হওয়া যায়।

আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্না করেন যে, তিনি বলেছেন: (পাঁচটি জিনিস ফিত্বরাতের অন্তর্ভুক্ত: খাৎনা করা........) । (বুখারী, মুসলিম)

উৎস : শায়েখ হাইছাম সারহান হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত " ফাতহুল মুঈন ফি তাক্বরীবি মানহাজিস্ সালিকীন ওয়া তাওযীহিল ফিক্বহি ফিদ্-দ্বীন" । প্রথম মুদ্রণ ১৪৪৩ হিজরী।

যোগাযোগ: https://alsarhaan.com